স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী
ও
জাতির জনকের জন্মশত বার্ষিকী স্মরণিকা

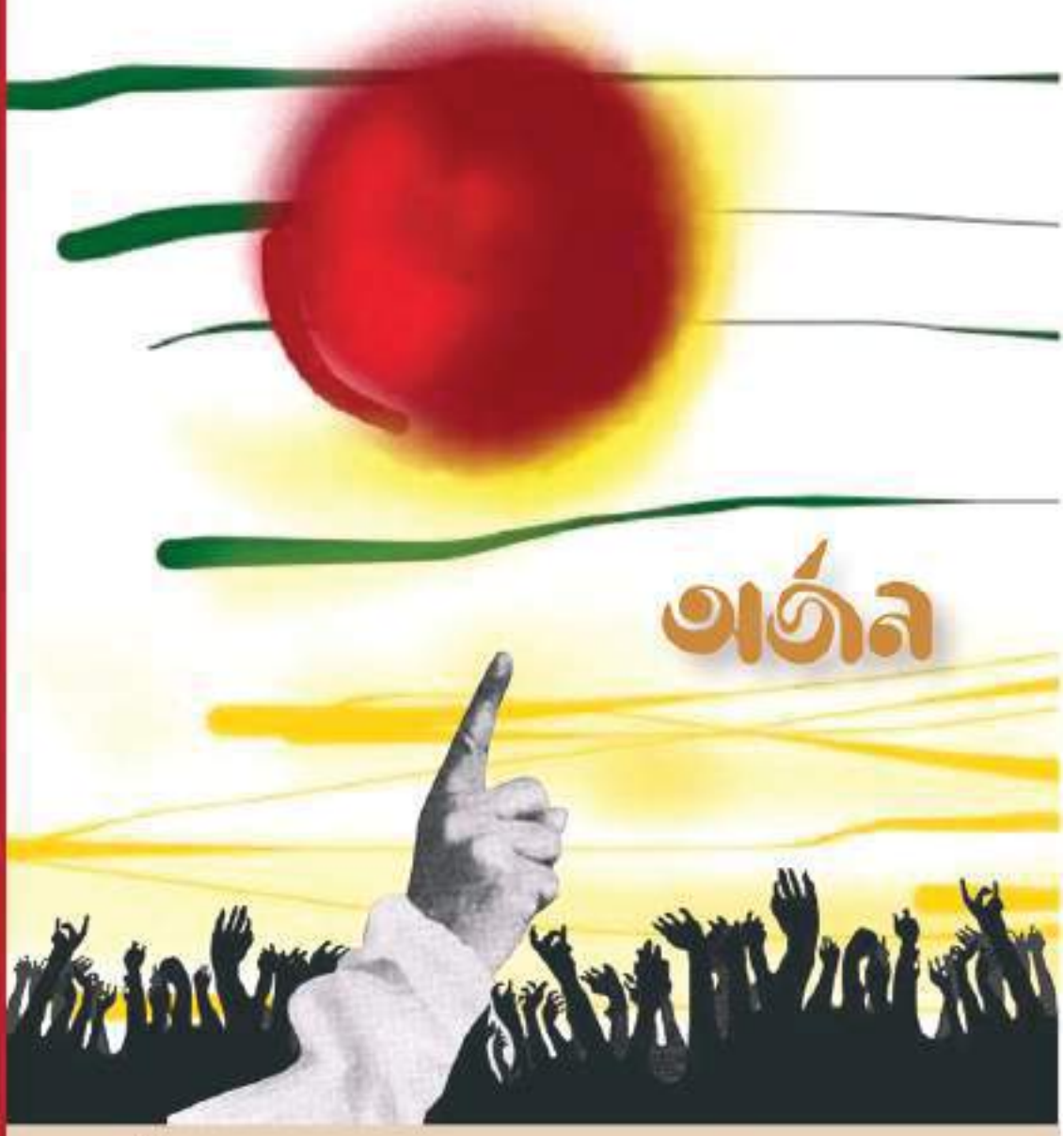

বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ

১১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সমবায়ীদের প্রথম ও স্বপ্নের হাসপাতাল

ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সকলকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

নির্মিয়মান ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করছেন সমবায়ের মহাপরিচালক ও নিবন্ধক জনাব আমিনুল ইসলাম ও হাসপাতাল কমিটির নেতৃবৃন্দ।

ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল এখন দৃশ্যমান।

ঠিকানা: মঠবাড়ী, পো: উলুখোলা, ইউনিয়ন: নাগরী, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

- হিসাবটির দুইটি পর্যায় থাকবে। একটি জমা পর্যায় এবং একটি সুবিধা পর্যায়।
- জমা পর্যায়ে হিসাবধারী মাসিক জমা প্রদান করবেন এবং সুবিধা পর্যায়ে হিসাবধারী মাসিক হারে সুবিধাপ্রাপ্য হবেন।
- নিজস্ব সাধারণ ঋণ অথবা পরিবারের যে কোনো একজনের ঋণের বিপরীতে জামিন প্রদানের সুযোগ।
- ১ বছর পূর্ণ হলে হিসাবের বিপরীতে ৯০% ঋণ নেয়ার সুযোগ।

ঢাকা ক্রেডিট

পেনশন বেনিফিট স্কীমের সাথে

অবসরকালীন সময়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী | সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন প্রশান্তিময় জীবন | অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস

	সঞ্চয় পর্যায় (বছর)	৬	৯	১২	১৫	১৮	২১	২৪	২৭	৩০
	সুবিধা পর্যায় (বছর)	৪	৬	৮	১০	১২	১৪	১৬	১৮	২০
প্রিমিয়ামের সুবিধা	৫০০	১,১৩৮	১,৪১৫	১,৭৫৮	২,২১৪	২,৭৮৭	৩,৫৬০	৪,৫৪৭	৫,৮৯৫	৭,৬৪৬
	১,০০০	২,২৭৫	২,৮৩০	৩,৫১৫	৪,৪২৭	৫,৫৭৩	৭,১১৯	৯,০৯৩	১১,৭৯০	১৫,২৯১
	২৫,০০০	৫৬,৮৭৫	৭০,৭৫০	৮৭,৮৭৫	১১০,৬৭৫	১৩৯,৩২৫	১৭৭,৯৭৫	২২৭,৩২৫	২৯৪,৭৫০	৩৮২,২৭৫

বিস্তারিত জানতে : ০১৭০৯৮১৫৪০৬, ০৯৬৭৮৭৭১২৭০ Ex- ১১২২, সকল সেবাকেন্দ্রসমূহ

উৎসর্গ

রক্ত ধারার গাঢ় লোহিত স্রোতে, স্বজন হারানো বুকভাঙ্গা বেদনার হাহাকারে,
কোটি মানুষের অশ্রুপ্লাবনে ডাকে বান, বঙ্গ জননীর মুক্তির সুতীব্র আহ্বানে।
সে আহ্বান ধ্বনিত হয় যাঁর দৃপ্ত বজ্রকণ্ঠে, সে যে বাংলা মায়ের অকুতোভয় সন্তান;
শালপাংশু বলিষ্ঠদেহী নন্দিত জননায়ক- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তাঁরই সাথে দেশ ও জাতি নবরূপে গড়ার প্রত্যয়দীপ্ত ক্ষণজন্মা এক ভূমিজ সন্তান
শান্ত-সৌম্য-নম্র অবয়ব, স্মিতহাস্য স্বল্পভাষী,
সেবা-ত্যাগে অনন্য ধর্মবীর ঈশ সেবক টি. এ. গাঙ্গুলী
শ্রদ্ধাভরে করি স্মরণ সকল শহীদ, মুক্তিসেনা, বীরাঙ্গনা বোন কী মাতা
কী অতুল আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম, আত্মাহুতি- অতপর মুক্তি-স্বাধীনতা!
লাল সবুজ জমিনে জয় জয়ন্তী ক্ষণে, যুগল জন্ম শতবর্ষে করকমল নিবেদন,
স্বাধীনতা আর সেবা ত্যাগের অনির্বাণ খ্রিস্টিয় চেতনার কলমী ফসল "অর্জন"।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও
জাতির জনকের জন্ম শতবার্ষিকী স্মরণিকা কমিটি

সম্পাদক
ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও

সম্পাদকীয় পরিষদ
ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু
ফাদার ইম্মানুয়েল কে. রোজারিও
মি: উইলিয়াম অতুল কুলুম্বনু
মি: চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু
মি: আলোইসিউস মিলন খান
ফাদার দিলীপ এস. কস্তা
মি: খোকন কোড়ায়া
মিসেস মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
মিস ক্যাথরিন পিউরিফিকেশন
মিসেস ক্যাথরিন ডেইজি গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
স্মরণিকা কমিটি

বিশেষ সহযোগিতায়
মি: অজয় পি. কস্তা
মিসেস মেরী বিশ্বাস
মি: ডেভিড পালমা
মি: শুভ পেরেরা
মি: পিতর হেম্ব্রম

কম্পোজ, গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
মি: দীপক সাংমা
মি: আন্তনী অংকুর গমেজ
মিস নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণে
জেরী প্রিন্টিং
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ইমেইল : jerryprintingccc@gmail.com
wklypratibeshi@gmail.com

সম্পাদকীয়

আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি মহান স্বাধীনতা। আজ এ প্রাপ্তির সুবর্ণ ইতিকথা, সফলতা আর অগ্রযাত্রার দিকে তাকিয়ে কবি সুকান্তের ভাষায় বলতে হয়: "সাবাস বাংলাদেশ, অবাক পৃথিবী তাকিয়ে রয়, জ্বলে পুড়ে ছাড়খার, তবু মাথা নোয়াবার নয়।" সত্যি, আজ আমাদের 'শূণ্য ঝুড়ি'র পূর্ণতা দেখে গর্ব হয়। এ স্বাধীনতার মহান স্থপতি, মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক, সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শতবার্ষিকী আমাদের করেছে উদ্বেলিত ও আনন্দিত। বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ সরকারী ঘোষণা ও নির্দেশনা পালন করে অদ্যাবধি নানা কল্যাণ লক্ষ্যে বিবিধ পরিকল্পনামাফিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলেছে। ইতোমধ্যে চার্চ এর উদ্যোগে রোপিত লক্ষ লক্ষ ফলদ বনজ ঔষধি গাছ সর্ব জাতির জন্য যুগ যুগ ধরে বিলাবে প্রাণে দম দেওয়া-নেওয়ার অক্সিজেন। যুগল জয়ন্তীর মাহেন্দ্র ক্ষণে চার্চ ও তার ভক্তজনগণ কর্তৃক বাংলাদেশের প্রথম বাঙ্গালী আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর শতবর্ষ উদ্‌যাপন কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয় বরং দৈব নির্দেশিত। সমসাময়িক এ দু'জনই আদর্শিক নেতা - একজন রাষ্ট্রীয় বীর আর একজন ধর্ম বীর, পরস্পর সর্বাত্মক সমর্থন ও সহায়তাকারী। ইতিহাসের পাতায় তাঁদের সমসাময়িকত্ব এবং সময়ের ত্রিবিধ উদ্‌যাপনের বহুমাত্রিকতার প্রভাব ও আবেদন অবশ্যই সর্বজনীন এবং বিশ্বের বিস্ময়। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা দেশনেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিসংঘ ঘোষিত বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার ঘোষণাটিও বিরাট অর্জন। যৌক্তিকভাবেই জয়ন্তী উদ্‌যাপনে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে হয় সকল জাতীয় নেতা, বীর শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সহযোগী যোদ্ধা, বীরাঙ্গনা এবং পাকি-হানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিতদের, যাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে আজ বাংলা জমিনে পৎ পৎ করে উড়ছে লাল সবুজ পতাকা।

৭১-যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক সমুদয় ঘটনায় 'লবণ,আলো আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি ধর্ম সম্প্রদায়' হয়েও নিবিড়ভাবে অংশী ও অবদানমুখী হয়ে আছে বাংলাদেশের কাথলিক চার্চসহ অন্যান্য চার্চসমুদয়। দেশী বিদেশী উপকারী-সহকারী বন্ধু সমাজ, সাহায্য সংস্থাগুলি অকাতরে দান করেছেন প্রয়োজনীয় বস্তুগত ও মনোস্তাত্বিক সহায়তা। অত্র স্মরণিকা নির্বাচিত বিষয়ভিত্তিক অনেক তথ্য ও অনুধ্যান অতি সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত করেছে; বিশেষ করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা-সেবা, স্বাস্থ্য-সেবা, শিল্প-সাহিত্য, ন্যায্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার বিশাল আঙ্গিনায় অংশগ্রহণ, অবদান, সাফল্য প্রেরণা নিয়ে। এদেশে নানা ক্ষেত্রে চার্চের ভূমিকা, উন্নয়ন অবদান বিপুল ও বিশাল কিন্তু প্রচার ও গবেষণা বিমুখতায় আজ অনেক কিছুই রয়ে গেছে জাতির কাছে অজানা-অচেনা-অস্পষ্ট। তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম "অর্জনে" ঠাঁই করে নেওয়া ইতিহাসকে আরও হৃদ্ধ করবে বলে বিশ্বাস করি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি "অর্জনের" সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত বাণীদাতা, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপন দাতা ও অনুদানকারী শুভাকাঙ্খী সবাইকে। যাদের মূল্যবান সময়, অর্থ, চিন্তা-চেতনা, পরামর্শ ছাড়া এতগুলো বিষয় একত্রে আনন্দ ও বিষাদের অনুভূতিতে মিশে যেতে পারতো না। আত্ম মূল্যায়ণ আর বৃদ্ধির জন্যও এর মূল্য অনেক। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির জনকের জন্ম শতবার্ষিকী স্মরণিকা "অর্জন" বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের বিবিধ অবদান ও স্মৃতিচারিতার কলমী প্রয়াস মাত্র। অকপটে স্বীকার করি স্মারক প্রকাশনার সীমাবদ্ধতা ও অমার্জনীয় ভুলভ্রান্তি। তথ্য বা বিষয়গত ভুল-ত্রুটি ও মুদ্রণ প্রমাদের জন্য বিনীত ভাবে সদয় ক্ষমা যাচ্ঞা করছি।

বিজয় আসে এক সাথে, এক লক্ষ্যে, এক পথে চলার দীপ্ত শপথ ও তা প্রতিপালনে। যে সব আদর্শিক নেতৃত্ব ও দেখানো পথে, অনুপ্রেরণার পথে চলেছি আমরা তাদের স্মরণ করি কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধায়। আমাদের ভাবনার দেশ ও জাতির সার্বিক অগ্রযাত্রায় ইতিহাস গল্পকথাটুকু সঠিক দর্শন ও স্বীকার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাক নিরন্তর। তাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আবারও আওয়াজ তুলি-সেই 'জয় বাংলা' শব্দ শক্তি নিয়ে বিনির্মাণে করব অসাম্প্রদায়িক বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের স্বপ্নের বাংলাদেশ।

বিনীত
সম্পাদক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
১১ ডিসেম্বর ২০২১

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ কর্তৃক বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের অনেকে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের অনেকেই যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। বিজয়ের এই মাসে আমি তাঁদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমন চালালে ২৬মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এরপর দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এছাড়া স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের সংবিধান রচনা, জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ, সকল স্তরে দুর্নীতি নির্মূল, কৃষি বিপ্লব, কলকারখানাকে রাষ্ট্রীয়করণসহ দেশকে 'সোনার বাংলা' হিসাবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি। বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক; গড়ে উঠুক সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব- এ প্রত্যাশা করি।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রচেষ্টায় বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ যে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে ও বিশ্বসভায় মর্যাদার সাথে নিজেদের আসন গড়ে তুলেছে তা আমাদের অসাম্প্রদায়িক সমাজ-বন্ধনের একটি গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমি বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ এর বিশেষ প্রকাশনার সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ চৈত্র ১৪২৭
১৭ মার্চ ২০২১

বাণী

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জাতির পিতার জীবন ও কর্ম আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে মার্চ ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ সময়কে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করা হয়েছে। ১৭ মার্চ ২০২০ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়। বাংলাদেশের পাশাপাশি ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে 'মুজিববর্ষ।

আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সকল শহিদদের।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভিক, অমিত সাহসী এবং মানবদরদী। ছিলেন রাজনীতি ও অধিকার সচেতন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্বনেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা; ক্ষুধা, দারিদ্র ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক কিংবদন্তীর নাম। ছাত্র অবস্থায় কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও ১৯৪৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে তরুণ শেখ মুজিব সহপাঠীসহকর্মীদের নিয়ে জীবনবাজি রেখে উপদ্রুত এলাকায় আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দেশ-বিভাগের পর কলকাতা থেকে ফিরে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব বাংলার প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ তাঁকে আহত করে।

এরমধ্যেই আসে মাতৃভাষার উপর আঘাত। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এগিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনবার কারাবন্দি হন। ১৯৪৯ থেকে একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বন্দি থাকেন। কখনও জেলে থেকে কখনও বা জেলের বাইরে থেকে জাতির পিতা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অন্তরীণ অবস্থায় অনশন করেন। ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬-র ছয়দফা, '৬৮-র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন এবং '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। যার ফলে আমরা পেয়েছি স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিকাশ ঘটেছে বাঙালি জাতিসত্তার। জাতির পিতা শুধু বাঙালি জাতিরই নয়, তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক।

গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর কেটেছে অন্তত ৩০৫৩ দিন। বলা যায় কারাগার ছিল তার দ্বিতীয় আবাসস্থল। তিনি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগকে সুসংহত করে গড়ে তুলতে ১৯৫৭ সালে স্বেচ্ছায়

মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেসকো, বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করেছে। বিশ্ব শান্তিতে অনবদ্য অবদান রাখায় জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত হন।

জাতির পিতার বিচক্ষণ নেতৃত্বে স্বাধীনতার মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। ১২৬টি রাষ্ট্র স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তিনি তদানীন্তন বিশ্ব বাস্তবতার চেয়েও অগ্রবর্তী থেকে সমুদ্রসীমা আইনসহ রাষ্ট্রপরিচালনায় নানা আইন প্রণয়ন ও অধ্যাদেশ জারি করেন। তাঁর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে মাত্র ১০ মাসে প্রণীত হয় একটি অসাম্প্রদায়িক, সমঅধিকার সমুন্নতকারী-সংস্কারমুক্ত সংবিধান। সদ্য স্বাধীন দেশে জনবান্ধব ও ভারসাম্যমূলক প্রশাসন, যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো সচলকরণ, নির্যাতিত মা-বোন ও শরণার্থী পুনর্বাসন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের ফেরত আনা, রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসরদের রাহুমুক্ত করে পুনর্গঠন ইত্যাদি প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো তিনি দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ শুরু করেন। ভারতের সাথে স্থল সীমানা সমস্যা সমাধানে সীমান্ত চুক্তি করেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে উন্নীত হয়। মাত্র সাড়ে ৩ বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে তিনি স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে সামিল করেন। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়'-এই পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশকে জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-সহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু যখন 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের সদস্যসহ নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের যেন বিচার না হয়, সেজন্য প্রণীত হয় দায়মুক্তির কালাকানুন- ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এই কালাকানুন বাতিল করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরুকরে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়।

২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমেছে, গড় আয়ু বেড়ে ৭৩ বছরে পৌঁছেছে। প্রবৃদ্ধি, শিক্ষার হার বেড়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি। যুবসমাজের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে কম্পিউটার ও প্রযুক্তি তুলে দেওয়া হয়েছে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক ও কর্মমুখী করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি রায় কার্যকর হয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছি। জঙ্গিবাদ ও হরতালের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি। ভারতের সাথে দীর্ঘ প্রতিক্ষিত সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন করেছি। ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছি। গ্রামকে শহরে রূপান্তর করা হচ্ছে। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, ২৮টির অধিক হাই-টেক পার্ক, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২, গভীর সমুদ্রবন্দর, পদ্মাসেতু, এলএনজি টার্মিনাল, এক্সপ্রেসওয়ে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্নি মেগা প্রকল্প বাস্তনায়ন করা হচ্ছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছি।

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা দৃঢ় সঙ্কল্পে আবদ্ধ হই- বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বসভায় আরও উচ্চাসনে নিয়ে যাব; আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ-শান্তিপূর্ণ আবাসভূমিতে পরিণত করবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ চৈত্র ১৪২৭
২৬ মার্চ ২০২১

বাণী

আজ ২৬ মার্চ। আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি হল আজ। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আমি দেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশের নাগরিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় অর্জনের দিন ২৬ মার্চ। পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গার দিন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। সম্মান জানাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাকে। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা। কৃতজ্ঞতা জানাই সকল বন্ধু রাষ্ট্র, সংগঠন ও ব্যক্তির প্রতি, যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আর ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ সময়কে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'মুজিববর্ষ' হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে। করোনাভাইরাস মহামারি পরিস্থিতিতে জনসমাগম এড়িয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানমালা উদযাপন করা হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসকদের নিপীড়ন এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি বাধ্য হয় ১৯৭০ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বাংলার মানুষের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা"। তিনি বাঙালি জাতিকে শত্রুর মোকাবিলা করার নির্দেশ দেন।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে অতর্কিতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হামলা করে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার ও তৎকালীন ইপিআর- এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও এই ঘোষণা প্রচারিত হয়। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে মন্ত্রী করে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। শুরু হয় দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

স্বাধীনতার পর ৫০ বছরে আমাদের যা কিছু অর্জন তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের হাত ধরেই অর্জিত হয়েছে। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তিনি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন, পোর্ট সচল করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেন। ১৯৭৫ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ অতিক্রম করে। ১১৬টি দেশের স্বীকৃতি ও ২৭টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ।

মাত্র ১০ মাসে তাঁর নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে আমাদের সংবিধান প্রণীত হয়। মাত্র সাড়ে ৩ বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে তিনি স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যান। সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন একটি

শোষণ-বঞ্চনামুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে তাঁকে পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার পর থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা। হত্যা, ক্যু আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ঘেরাটপে আটকা পড়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। ঘাতক এবং তাদের দোসররা ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করতে জারি করে 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ'।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা দায়িত্ব নিয়েই বাংলাদেশকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে গরিব, প্রান্তিক মানুষদের সরকারি ভাতার আওতায় আনা হয়। কৃষি উৎপাদনের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি। পানির হিস্যা আদায়ে ১৯৯৬ সালে ভারতের সঙ্গে গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করি। "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ" বাতিল করে আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আজ জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। দারিদ্র্যের হার গত ১২ বছরে ৪২.৫ শতাংশ থেকে ২০.৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বিশাল এলাকার উপর আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের মানবেতর জীবনের অবসান হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি গ্লানিমুক্ত হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অব্যাহত রয়েছে এবং বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে।

আমরা ২০২১-২০৪১ মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন শুরু করেছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর সুবিধা আজ শহর থেকে প্রান্তিক গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে দেশের সকল গৃহহীনদের ঘর প্রদান কর্মসূচির আওতায় ৮ লক্ষ ৯২ হাজার গৃহহীনকে ঘর প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৭০ হাজার ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। আরও ৫০ হাজার গৃহ নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৯ লাখ ৯৮ হাজার ৩৪৬ পরিবারকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে শহরের নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ৯৯ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে এখন পর্যন্ত আমরা ১ লাখ ২৪ হাজার কোটি টাকার ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি, যা মোট জিডিপি'র ৪.৪৪ শতাংশ।

বাঙ্গালি জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ। এই অর্জনকে অর্থবহ করতে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে, মহান স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করতে হবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌছে দিতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের গত ১২ বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মর্যাদাশীল উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করেছে। এটা আমাদের জন্য এক বিশাল অর্জন।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বীর বাঙালি মাত্র নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের এই উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত থাকলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ অচিরেই একটি উন্নত-সমৃদ্ধ মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আসুন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা শপথ নিই- মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধারণ করে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ক্ষুধা-দারিদ্র-নিরক্ষরতামুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

Message of
The Holy Father

I welcome this opportunity to offer my heartfelt greetings and best wishes to the President, Prime Minister and the beloved people of Bangladesh as the nation celebrates the hundredth birthday of Sheikh Mujibur Rahman and the fiftieth anniversary of the independence of Bangladesh. I join all of you in thanking God for the many blessings bestowed upon Bangladesh over these years.

Bangladesh – “Golden Bengal” (Sonar Bangla) – is a country of unique natural beauty and a modern nation that strives to join unity of language and culture with respect for the different traditions and communities within it. This is one of the legacies which Sheikh Mujibur Rahman left behind for all Bangladeshis. He promoted a culture of encounter and dialogue, marked by wisdom, insight and breadth of vision. He knew that it is only in such a pluralistic and inclusive society, in which every person could live in freedom, peace and security, that a more just and fraternal world can be built.

Bangladesh is a young state, and it has always had a special place in the heart of the Popes, who from the start have expressed solidarity with its people, sought to accompany them in overcoming initial adversities, and supported them in the demanding task of nation building and development. It is my hope that the good relations between the Holy See and Bangladesh will continue to flourish. So too, I trust that the growing climate of interreligious encounter and dialogue, which I witnessed during my visit, will continue to enable believers to express freely their deepest convictions about the meaning and purpose of life, and thus contribute to promoting the spiritual values that are the sure basis for a peaceful and just society.

Dear brothers and sisters, as you mark the hundredth anniversary of your independence, I renew my firm conviction that the future of the democracy and health of the political life of Bangladesh are essentially linked to its founding vision and to the legacy of sincere dialogue and respect for legitimate diversity that you have sought to achieve over these years.

As a friend of Bangladesh, I encourage each of you, particularly the younger generations, to devote yourselves anew to working for peace and prosperity for the noble nation that you represent. And I ask all of you to continue in your work of generosity and humanitarian outreach to the refugees, the poor, the underprivileged and those who have no voice.

With these heartfelt good wishes, I invoke upon Golden Bangladesh and all its citizens an abundance of divine blessings.

Pope Francis

(N. B. "This is a transliteration of the video message of the Holy Father Pope Francis sent on 24.03.2021 to the Honorable President, Prime Minister and the people of Bangladesh on the auspicious occasion of the celebration of the centenary of the birth of Sheikh Mujibur Rahman and the fiftieth anniversary (Golden Jubilee) of the Independence of Bangladesh".)

স্পিকার
বাংলাদেশ সংসদ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিজয়ের মাস ১১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের খ্রিস্টান জনগণ যথাযথ মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতির সাথে একাত্ম হয়ে উক্ত উদ্‌যাপনগুলোকে একান্ত আপন করে নিয়ে তৃণমূল ও প্রান্তিক জনগণকে সম্পৃক্ত করে খ্রিস্টান সমাজের এ শুভ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

স্বাধীনতা পেতে একসাগর রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ২৬ মার্চ বিশ্বের মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দিয়েছিল বাংলাদেশ নামে এক ভূখণ্ড। সবুজ জমিনে সূর্যখচিত মানচিত্রের এই দেশটির স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হচ্ছে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এ বছরেই আমরা পালন করছি বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাণভোমরা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর আহ্বান ও নেতৃত্বেই মুক্তিকামী ও স্বাধীনতা পিয়াসী বাঙালি যার যা কিছু ছিল তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শত্রু মোকাবেলায়। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শি ও দৃঢ়চেতা নেতৃত্ব, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা ও বাংলার আপামর জনগণের সম্মিলিত প্রয়াসে স্বাধীনতা আসে বাংলাদেশে। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে জাতি মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। লাখ শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে খ্রিস্টান সমাজের অনেকেই ছিলেন। বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের সংখ্যানুপাতে মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রহাতে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বেশ বড়ই। বঙ্গবন্ধুর ডাকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারাদেশে খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধারা যেমনি তেমনি খ্রিস্টানদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, চার্চ ও বাড়ি-ঘরগুলো মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছে। অনেক দেশি-বিদেশী মিশনারী নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এবং কেউ কেউ জীবনের বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধা ও আশ্রয়প্রার্থীদের রক্ষা করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে খ্রিস্টান সমাজের অবদান আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করি। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে দেশ পুণর্গঠনে ও পরবর্তী সময়ে দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবায় খ্রিস্টান সমাজের বিশেষ অবদান রয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন স্বপ্ন দেখেছেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের। যেখানে সকল ধর্মের, বর্ণের, পেশার মানুষ শান্তি-সম্প্রীতিতে বসবাস করবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে খ্রিস্টান সমাজ সব সময়ই তাদের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবেন তা প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মাননীয় স্পিকার
ডঃ শিরিন শারমিন

মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের কাথলিক চার্চ ১১ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবর্ষ, মহান স্বাধীনতার গৌরবময় সুবর্ণ জয়ন্তী, এবং এ দেশের প্রথম বাঙ্গালী আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসির জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। স্মরণিকাটি দেশ-জাতি-সমাজের নানা ঐতিহাসিক ঘটনার কলমী প্রকাশ হয়ে বর্তমান প্রজন্মকে দেশপ্রেমের বাস্তব উদাহরণ ও পথ নির্দেশ দিবে বলে মনে করি।

বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী বাঙ্গালী এবং আদিবাসী গোত্রের খ্রিস্টভক্তগণের দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধের কারণে এ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবর্গ, ছাত্র-ছাত্রী, ডাক্তার-নার্স, যুব সমাজ ও সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবিশেষ অবদান রেখেছেন। অতি ক্ষুদ্র এই খ্রিস্টিয় সম্প্রদায় মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে এবং যুদ্ধোত্তর দেশ গঠনে নানা ক্ষেত্রে যে অবদান ও ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন তার জন্য আমরা সত্যিসত্যি গর্বিত। দীর্ঘ সময়ের প্রস্তুতি ও জয়ন্তী ভাবনায় উচ্ছসিত হয়ে অর্থপূর্ণভাবে উদযাপিত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের সকল খ্রিস্টানদের আমি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

একই সাথে স্মরণিকাটির সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং শুভাকাঙ্খীদের প্রতি রইলো আমার গভীর ভালবাসা ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরঞ্জীব হোক।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী
(আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এম. পি)

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করা। মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব জাতীয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় যুগলবন্দী। জাতির সাথে একাত্ম হয়ে এমন মহান ঘটনাগুলোকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের ব্যতিক্রমী ও আড়ম্বরপূর্ণ যে আয়োজন তা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরিপূরক। শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মই হয়েছিল বাংলার শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের পাশে থেকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে। তাঁর বজ্রনিনাদ কণ্ঠ: তোমাদের যার যা আছে তা নিয়েই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো .. রক্ত যখন দিয়েছি .. এদেশের মানুষকে স্বাধীন করে ছাড়বোই ইনশাল্লাহ। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অন্যান্য অনেকের মতো খ্রিস্টানগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করতে। সুশৃঙ্খল খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ সংখ্যায় অল্প হলেও মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান স্বল্প নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের অবদান আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

স্বাধীনতা উত্তর সময়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রভুত কাজ করে চলেছেন। বিশেষভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন ও মানবতার সেবায় তাদের ভূমিকা অনেক। শিক্ষা ও বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান তারা অত্যন্ত পেশাদারিত্ব নিয়ে পরিচালনা করছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুধু পুঁথিগত শিক্ষার সাথে নিয়ম-শৃঙ্খলা, নম্রতা-ভদ্রতা, মানবতা, দেশপ্রেম এককথায় শিক্ষার্থীকে একজন উত্তম মানুষ ও নাগরিক হবার শিক্ষা দেওয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যয়ন করে আজ অনেকেই দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত ছিলেন এবং এখনো আছেন।

শত-প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতাও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আটকাতে পারে নি। স্বাধীনতার ৫০ বছরের যাত্রাও প্রতিবন্ধকতাহীন ছিল না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের নেতৃত্ব বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন শান্তি ও উন্নয়নের মডেল হিসাবে খ্যাতি পেয়েছে। উন্নয়নের এ জোয়ারে দেশের সকল মানুষ অংশগ্রহণ করুক।

খ্রিস্টান সমাজ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ ও অভিনন্দন জানাই। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে দেশ এগিয়ে চলুক দুর্বার গতিতে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান এমপি

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী জাতীয় পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হলেও জাতির পিতা স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের উত্তরণ ও জাতীয় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে কাথলিক মণ্ডলীর বহুমাত্রিক ও যুগোপযোগী সেবাকাজ, অবদান ও ভূমিকা অবিস্মরণীয়। নিঃসন্দেহে তারমধ্যে শিক্ষা শীর্ষস্থানীয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষাদানে খ্রিষ্টমণ্ডলী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা অবশ্যই উৎকর্ষের দাবীদার। যে শিক্ষার মূলমন্ত্র হলো একজন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং নৈতিক মূল্যবোধে ঋদ্ধ একজন সৎ, দক্ষ, দায়িত্বশীল ও অসাম্প্রদায়িক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। পাঠ্যক্রম ও পুঁথিগত শিক্ষা বর্হিভূত জীবনমুখী শিক্ষা ও নেতৃত্ব দানের জন্য যোগ্য করে তোলা।

শিক্ষাসেবার মাধ্যমে জাতীয় জীবনের এই সুবর্ণকালকে স্মরণীয় করার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের মনন, মেধা ও হৃদয়বৃত্তির রূপান্তর ঘটিয়ে তাদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার, আত্মনিবেদন ও সাফল্যকে আমি সাধুবাদ জানাই। আমি অত্যন্ত আশাবাদী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী এই উৎসব উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জাতির জনকের শিক্ষাস্বপ্ন বাস্তবায়নে অধিক গতিশীল ও যুগোপযোগী হবে। সমস্ত অন্ধকার বিদীর্ণ করে ন্যায়নীতির মশাল হাতে অনাগত প্রজন্মকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করবে। মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমে সকলকে আরো বেশী উজ্জীবিত করবে, যারা দেশ ও জাতি গঠনে মহত্তর অবদান রাখতে ব্রতী হবে।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর অঙ্গীকারবদ্ধ শিক্ষা কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চালিয়ে নেবার জন্য আমি সর্বাত্মক সহযোগিতা, সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের প্রত্যয়ে ব্যক্ত করছি।

আমি কাথলিক মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও শুভ কামনা করি। সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

দীপু মনি

(ডা. দীপু মনি, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশের কাথলিক চার্চের উদ্যোগে "অর্জন" নামে একটি তথ্যবহুল ও সময় উপযোগী স্মরণিকা প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

আবহমান কাল থেকেই বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সম্প্রীতির পরিবেশে বসবাস করে আসছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে আমাদের মহান মুক্তি সংগ্রামে সব ধর্মের মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছে। সকলের সম্মিলিত ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। দেশের সমুদয় উন্নয়ন ও অর্জন বাংলাদেশের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবারই সম্মিলিত অর্জন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির চেতনা ও জাগরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, কাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নানা প্রস্তুতি ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রশংসনীয় । আমি প্রত্যাশা করি এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমান কাল থেকে এদেশে সকল ধর্মের মানুষ মুক্ত পরিবেশে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি নির্বিঘ্নে প্রতিপালন করে আসছে। আমরা বিশ্বাস করি, 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'। হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা, সম্প্রীতির অনুপম আদর্শ ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আমি সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার আহ্বান জানাই।

আমি বাংলাদেশের কাথলিক চার্চের উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সর্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ ফরিদুল হক খান, এমপি)